অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান,সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা,বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল

হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সরণী

মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০,০১১৯৯-৪৭৪৬১৭

www.qrfbd.org

www.youtube.com/QRFTV

www.twitter.com/qrfbd2014

E-mail: qrfbd2012@gmail.com

www.facebook.com/QuranResearchFoundation

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৬

তৃতীয় সংস্করণ : মে ২০১৬

কম্পিউটার কম্পোজ

কিউ আর এফ

মূল্য ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণ

অথেনটিক প্রিন্টার্স

১৪২/২, আরামবাগ

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১	সার সংক্ষেপ	০৫
২	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা	২০
৫	মূল বিষয়	২১
৬	অন্ধ অনুসরণের সংজ্ঞা ও ব্যাপকতা	২১
৭	অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত যুক্তি ও দলিল	২২
৮	অন্ধ অনুসরণের পণ্ডিত (আকাবের) ও অজ্ঞতা তত্ত্বের পক্ষে প্রচলিত ফিকাহ শাস্ত্রের তথ্য	২৪
৯	অন্ধ অনুসরণের ক্ষতি	২৬
১০	অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত অজ্ঞতা তত্ত্বের সঠিকত্ব পর্যালোচনা	২৬
১১	ইসলাম জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কিনা	২৭
১২	পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলামের কি পরিমাণ বিষয় জানে	৩৫
১৩	ইসলামে মানুষের Common sense-এর বাইরের কোন বিষয় আছে কিনা	৩৯
১৪	অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত পণ্ডিত তত্ত্বের সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৪৪
১৫	আল্লাহ তা' য়ালা নির্ভুল কিনা	৪৪
১৬	নবী-রাসূলগণ (সা.) নির্ভুল কিনা	৪৫
১৭	সাধারণ মানুষ নির্ভুল কি না	৪৯
১৮	অন্ধ অনুসরণের গুনাহ	৫৩
১৯	নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহ	৫৪
২০	নির্ভুল মনে করে কাউকে অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহ	৫৭
২১	‘অন্ধ অনুসরণ দোষের নয় বা সিদ্ধ’ জাতি বিধ্বংসী এ তথ্যটি উৎপত্তির উৎসসমূহ ও তার পর্যালোচনা	৬১
২২	কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বা প্রচলিত সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা বক্তব্যের বিষয়ে করণীয়	৬৩
২৩	কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা বা উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাইয়ের পদ্ধতি	৬৫
২৪	কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার মূল ও সহায়ক নীতিমালা	৬৬
২৫	সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাইয়ের পদ্ধতি	৬৭
২৬	শেষ কথা	৬৮

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের অন্তরে তালা পড়ে গেছে?

(সূরা মুহাম্মাদ/৪৭: ২৪)

সার সংক্ষেপ

কারো কথা, বক্তব্য, লেখা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়াকে অন্ধ অনুসরণ বলে। বর্তমান মুসলিম সমাজে অন্ধ অনুসরণ ব্যাপকভাবে চালু আছে। নিরক্ষর,সাধারণ শিক্ষিত, মাদ্রাসা শিক্ষিত সকল মুসলিমের মধ্যে এটি উপস্থিত। তবে এটি বিশেষভাবে চালু আছে বর্তমান ইসলামী শিক্ষায়। যে কুরআন হাতে নিয়ে মুসলিম জাতি জীবনের সকল দিকে অন্য সব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল সে কুরআন অক্ষরে অক্ষরে অপরিবর্তিত আছে কিন্তু মুসলিম জাতি আজ জীবনের প্রায় সকল দিকে অন্য সব জাতির চেয়ে অবিশ্বাস্য রকমভাবে পিছিয়ে। এ বাস্তবতা প্রমাণ করে মুসলিমদের মূল জ্ঞানে কোন না কোনভাবে অনেক ভুল ঢুকেছে। অন্ধ অনুসরণ ঐ ভুলগুলোকে চালু রাখতে দারুণভাবে সহায়তা করছে। যারা অন্ধ অনুসরণ চালু করেছেন তাদের যুক্তি হলো-যাদের ইসলামের জ্ঞান নেই তাদের জন্য ইসলামের জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করা যৌক্তিক ও কল্যাণকর। কিন্তু পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আর জ্ঞানীর একটি সংজ্ঞা হলো-যে জানে তার অজানার ভাণ্ডার কতো বড়ো। অন্যদিকে পৃথিবীর সকল মানুষ যাতে ইসলাম জানতে পারে বা ইসলামের বিষয়ে অন্যের উচ্চারিত ভুল কথা যাতে প্রাথমিকভাবে ধরতে পারে,সে জন্য জ্ঞানের একটি উৎস মহান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। সেটি হলো বোধশক্তি,Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। তাই যার Common sense জাগ্রত আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে।

অন্ধ অনুসরণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অনেক তথ্য আছে। সে সব তথ্যের আলোকে সহজেই বুঝা যায় অন্ধ অনুসরণ করা অবস্থাভেদে শিরক অথবা কুফরীর গুনাহ। তাই,ব্যক্তি ও জাতিকে অন্ধ অনুসরণের মহাক্ষতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসের সে তথ্যগুলো একটু গুছিয়ে পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, ইংরেজি ভাষার রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব।

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।
কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন,তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোন জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়ল-

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ...

অর্থ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোন সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু’টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না (বলা বন্ধ করবে না) বা ঘুরিয়ে বলবে না।
কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/৪: ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা.)কে বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এ সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল-কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সবসহ আরো অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ১৫.০১.২০০৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি আল-কুরআন,সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়ারগণ কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ণ পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এ জন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবেজানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইবনে তাইমিয়া, ইবনে

কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন- “কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।”

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর: পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোন কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়। কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা হাক্কাহের ৪৪-৪৭ নং আয়াত সমূহের মাধ্যমে।

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোন কোন সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রাসূল (সা.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস দুর্বল হাদীসকে রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **“Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন”** নামক পুস্তিকাটিতে। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে

তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢুকা প্রতিরোধ করার নিমিত্তে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক **দারোয়ান** আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন।

মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢুকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামের মহাকল্যাণকর এক **দারোয়ান** সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢুকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোন একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে **দারোয়ান** হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

অর্থ: কসম অন্তরের এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (অন্তরকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে। আর মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন এখানে।

তাই, ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন- তিনি জন্মগতভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে ,৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। এ থেকে জানা যায় Common sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত।

জন্মগতভাবে লাভ করা জ্ঞানের শক্তিটি কিভাবে উৎকর্ষিত হবে সেটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ... ...

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের (জন্মগতভাবে পাওয়া) ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (Common sense-কে উৎকর্ষিত করে) দিবেন... ... ...

(আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ সচেতন হওয়ার উপায় হলো কুরআন, সুন্নাহ, প্রাকৃতিক নিদর্শন (বিজ্ঞান), সত্য ঘটনা ও কাহিনী ইত্যাদির আলোকে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা। আর আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা, আদেশ বা অনুমতিতে হওয়া অথবা আল্লাহর অতাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করার অর্থ হলো আল্লাহর তৈরী বিধান বা প্রাকৃতিক আইন অনুসরণ করে কোন কিছু সংঘটিত হওয়া।

তাই আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন- মানুষ যদি কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা ও কাহিনী ইত্যাদির আলোকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ সচেতন হতে পারে, তবে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের জন্মগতভাবে লাভ করা সঠিক ও ভুল পার্থক্যকারী শক্তি তথা Common sense উৎকর্ষিত হবে। অর্থাৎ Common sense এর তথ্য অধিক হারে সঠিক হবে।

হাদীস

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلَامُ لِوَابِصَةَ جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ .قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ .وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا .اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি নেকি (সঠিক(ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন-তোমার নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন-যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো তা, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ : মুসনাদে আহমাদ,হাদীস নং ১৮০৩৫)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের অন্তরে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। মানুষের অন্তরের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোন মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাস্সীর,মুহাদ্দীস,

মুফতি,প্রফেসর,ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হোক না কেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.

অর্থ: হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তারা কথা বলতে শিখে। তারপর সে হয়তো অকৃতজ্ঞ (কাফির) অথবা কৃতজ্ঞ (মুসলিম) হয়ে যায়।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-১৪৮০৫)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়- মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তীত হয়ে যায় তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি-পরিবেশ,শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। তাই Common sense বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে তাও কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা যারা Common sense কে কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

অর্থ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের উপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ .

অর্থ: তারা আরো বলবে, যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে সব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের দোযখে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা দোযখে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই,Common sense এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক.Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ.সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না

গ.মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোন বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর

ব্যবহার এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোন বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি-

১.অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মে'রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২.সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই **'কাজ দেখানো'** শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব ছিল না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩.মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাস্সিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

আর জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল **(সা.)** জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

অর্থ: আবু বাকরা **(রা)** বলেন, রাসূলুল্লাহ **(সা.)** কুরবানির দিন আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে বললেন, সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। (অতঃপর) তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অতঃপর উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, উপস্থাপনকারী অপেক্ষা শ্রোতা অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ:বুখারী, হাদিস নং ১৭৪১)

عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ، ... ...

অর্থ: যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বায়হাকী, হাদিস নং-১৭৩৬)

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়ল। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসল কেন? নিশ্চয় কোন শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common senseএর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোন তত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অর্থ:শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ)দেখাতে থাকবো, যতক্ষন না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততো দূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কতৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো-আল্লার সৃষ্টি করে রাখা বিষয় তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততো দূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরী করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোন বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense-এর আলোকে ইসলামের যে কোন যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে (সিদ্ধান্ত) কিয়াস বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায়- কিয়াস বা ইজমা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে কোন বিষয়ে যে কোন যুগের জ্ঞানী ব্যক্তির একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল (সিদ্ধান্ত)। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্য কুরআন ও সুন্নাহর সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে। পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা

যে কোন বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫ ,১৬ ও ১৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (সা.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন,সুন্নাহ ও Common**

sense ব্যবহারের নীতিমালা’ নামক বইটিতে। তবে নীতিমালাটির সংক্ষিপ্ত চলমান চিত্র এখানে উপস্থাপন করা হলো -

যে কোন বিষয়ে

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া

↓

কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

অতঃপর বিষয়টিতে মনীষীদের ইজমা-কিয়াস উপস্থিত থাকলে তা দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে

মূল বিষয়

বর্তমান মুসলিম সমাজে ইসলামের বিষয়ে অন্ধ অনুসরণ ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। অন্ধ অনুসরণের ফলে যারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হন তারা নানা রকম তত্ত্ব বা তথ্যের আলোকে অন্ধ অনুসরণ ইসলাম সিদ্ধ বলে প্রচার করে থাকেন। আবার কেউ কেউ কল্যাণকর মনে করেই এটিকে সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করে থাকেন।

আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি খনার বচন হলো "নিজ বুদ্ধিতে ফকির হওয়াও ভালো"। বচনটির উদ্দেশ্য যে অন্ধ অনুসরণকে নিরুৎসাহিত করা তা বুঝা কঠিন নয়। মুসলিম সমাজের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে এবং সামান্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সহজে বুঝা যায় যে,অন্ধ অনুসরণ মুসলিম জাতির ব্যাপক ক্ষতি করছে। তাই মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ এটিকে কিভাবে সিদ্ধ বা কল্যাণকর ভেবে মেনে নিল তা চিন্তা করে অবাক হতে হয়।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যগুলো একটু গুছিয়ে জাতির সামনে তুলে ধরা। তথ্যগুলো দেখার পর সাধারণ মেধার যে কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কি তা বুঝা মোটেই কঠিন হবে না। ফলস্বরূপ আশা করা যায় পৃথিবীর এককালের শ্রেষ্ঠ জাতি অন্ধ অনুসরণের বিধ্বংসী কুফল থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়াতে তাদের হারানো গৌরব পুনঃ উদ্ধার করতে এবং আখিরাতে সফল হতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ ।

অন্ধ অনুসরণের সংজ্ঞা ও ব্যাপকতা

অন্যের কথা, বক্তব্য, বাণী,অনুবাদ বা ব্যাখ্যা যাচাই ছাড়া মেনে নেয়া ও অনুসরণ করাকে অন্ধ অনুসরণ বলে। বর্তমান মুসলিম সমাজে অন্ধ অনুসরণের বিস্তৃতি ব্যাপক। বর্তমানে ইসলামের ব্যাপারে অন্ধ অনুসরণ চালু আছে নিম্নে বর্ণিত বিভাগের মানুষদের মধ্যে-

- নিরক্ষর ব্যক্তি
- সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি
- মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি

আর মৃত বা জীবিত যে সকল ব্যক্তিগণের অন্ধঅনুসরণ করা হয় তারা হলেন-

১. অতীত ও বর্তমানের ইসলামী মণীষীগণ
২. মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ
৩. পীরগণ
৪. মুরব্বীগণ

অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত যুক্তি ও দলিল

প্রচারিত যুক্তি

যুক্তি-১

- **অজ্ঞতা তত্ত্ব**

  'অন্ধ অনুসরণ সাধারণভাবে দোষের নয় বরং কল্যাণকর' কথাটি ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে এই 'অজ্ঞতা তত্ত্ব'। বলা হয়- অধিকাংশ মুসলিম ইসলাম জানে না। যে ব্যক্তি ইসলাম জানে না তার ইসলাম পালন করতে যেয়ে অন্যের

অনুসরণ না করে উপায় থাকে না। তাই যার ইসলামের জ্ঞান নেই তার জন্য অন্যের অন্ধ অনুসরণ দোষের নয় বরং উপকারী। এ তত্ত্বের অনুসারিগণ মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

যুক্তি-২

- **পণ্ডিত (আকাবের) তত্ত্ব**

এখানে বলা হয় অমুক ব্যক্তি ইসলামের গভীর জ্ঞান রাখেন (পণ্ডিত)। তাই ইসলামের ব্যাপারে সে ভুল কথা বলতে পারে না। আর তাই তাকে অন্ধ অনুসরণ করা দোষের নয়। এই পণ্ডিত বা আকাবের তত্ত্ব মুসলিম সমাজে এতোটা প্রভাব বিস্তার করেছে যে, 'আলিম' বলে পরিচিত ব্যক্তির নিকটও যদি প্রচলিত ধারণার বিপরীত কুরআন ও হাদীসের সরাসরি কোন বক্তব্যও উপস্থাপন করা হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে **যে উত্তর পাওয়া যায় তা হলো-**

- আমাদের পূর্বপুরুষগণ (আকাবেরগণ)কি বিষয়টি বুঝতে পারেননি?
- অমুক 'বড় আলিম' যদি বিষয়টি মেনে নেয়, তবে আমি তা মেনে নেব।

প্রচারিত দলিল

দলিল-১

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

অর্থ: রাসূল তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনরাও;প্রত্যেকেই আল্লাহ,তার ফেরেশতাগণ,তার কিতাবসমূহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে;(তারা বলে) আমরা আল্লাহর রাসূলগণের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না;আর তারা বলে আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম;হে আমাদের প্রতিপালক,আমরা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি,আর আপনারই দিকে (চূড়ান্ত) গন্তব্যস্থল।

(বাকারাহ্/২ : ২৮৫)

দলিল-২

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ: মু'মিনদের উক্তি এই- যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বলে আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম;আর তারাই সফল।

(নূর/২৪ :৫১)

দলিল-৩

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

□□□

অর্থ: কিন্তু তারা যদি বলত,আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম এবং শ্রবণ কর ও তুমি আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর তাহলে তা তাদের জন্য ভালো ও সঠিক হতো।

(নিসা/৪ : ৪৬)

দলিল-৪

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ.

অর্থ: তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ সচেতন হও এবং শ্রবণ করো, আনুগত্য করো এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, (এ ব্যয়) তোমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকরো।

(তাগাবুন/৬৪ : ১৬)

আয়াত ক'খানির অসতর্ক ব্যাখ্যা

আয়াত ক'খানির 'শোনা ও মেনে নেয়া' বা 'শুনলাম ও মেনে নিলাম' অংশটুকুকে অন্ধ অনুসরণের সমর্থনকারীরা ইসলামে অন্ধ অনুসরণ সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে কুরআনের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। তারা বলেন, আল্লাহ এখানে কুরআন ও হাদীসের কথা শুনার সাথে সাথে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে তথা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বলেছেন। কিন্তু এটি আয়াত ক'খানির সঠিক ব্যাখ্যা নয়। আয়াত ক'খানির সঠিক ব্যাখ্যা আমরা পরে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

অন্ধ অনুসরণের পণ্ডিত (আকাবের)ও অজ্ঞতা তত্ত্বের পক্ষে প্রচলিত ফিকাহ শাস্ত্রের তথ্য

তথ্য-১

"৭ম স্তরের (ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী, আলবানী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্ন মানের) আলেমগণের কোন মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মত যোগ্যতা তাদের নাই। তাহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। (কুরআন,হাদীস গবেষণা করে) ফতোয়া (সিদ্ধান্ত)দেয়া তাদের জন্য জায়েয নাই। তাহারা শুধু (প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র মুখস্থ করে) ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন।"

(হেদায়া,আরাফাত পাবলিকেশন্স,২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ,মে ২০০৫,পৃষ্ঠা-৫২। ফাজিল ক্লাসের পাঠ্য বই এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃষ্ঠা-২৩)

ব্যাখ্যা: এ তথ্যের বক্তব্য হলো ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী, আলবানী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্ন মানের আলেমগণের কুরআন ও হাদীস বুঝা, ব্যাখ্যা ও গবেষণা করার যোগ্যতা নেই। তাই তাদের কুরআন ও হাদীসের আলোকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার অনুমতি ইসলামে নেই। তারা শুধু প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রের মাসয়ালা ইতিহাসের মতো হুবহু মুখস্থ করে বর্ণনা করতে পারবে।

ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী, আলবানী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ হলেন ইসলামের বিশেষ জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত বা আকাবের ব্যক্তি। তাদের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত কোন ব্যক্তি নিজেকে ঐ ব্যক্তিদের সমান বা বেশী ইসলামের জ্ঞানী ব্যক্তি বলে দাবী করতে পারবে না।

তাই, এ তথ্যের বক্তব্য হলো- ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী, আলবানী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের পূর্বের ইসলামের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ, কুরআন হাদীস গবেষণা করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) দিয়ে গিয়েছেন পরের যুগের আলিম ও সাধারণ মানুষদের তা হুবহু মুখস্থ এবং অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হবে।

তথ্য-২

"১ম ও ২য় যুগের মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় ব্যতীত অন্যকিছু হইবে না।"

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুণ:মুদ্রণ, মে ২০০৫, পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

ব্যাখ্যা: এ তথ্যের বক্তব্য হলো- তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী বা তাবে-তাবে-তাবেয়ী যুগের ইসলামের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ কুরআন হাদীস গবেষণা করে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) দিয়ে গিয়েছেন এবং তা প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তাই তাঁদের পরে আসা মানুষদের কুরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণা করা সময় ও শক্তির অপচয়। অর্থাৎ ঐ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরে আসা মানুষদের, প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রের মাসয়ালার অন্ধ অনুসরণ করা উত্তম।

তথ্য-৩

"৪র্থ ও ৫ম যুগের (হিজরী সপ্তম শতকের পূর্বের) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। সে সব কিতাবে এমন খুঁটি-নাটি বিষয়েরও সমাধান রয়েছে যা এখনও অলীক এবং কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু কালের বিবর্তনে হয়তো কোন সময়ে সে সব সমস্যারও উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাব সমুহেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের (গবেষণা) প্রয়োজন হবে না। অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা।

হ্যাঁ,যদি এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা)করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোন মতভেদ নেই।"

(ফিকহে হানাফির ইতিহাস ও দর্শন,স্মরণিকা,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯, প্রকাশক ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান)

ব্যাখ্যা: এ তথ্যের বক্তব্য হলো- পূর্বের যুগের ইসলামী মণীষীগণ কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে মানব জীবনের প্রায় সকল বিষয়ে ইসলামের সমাধান দিয়ে গিয়েছেন এবং তা প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। তাই প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রে উল্লিখিত বিষয়ের ব্যাপারে নতুন করে কুরআন ও হাদীস গবেষণা করতে যাওয়া, জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করা এবং সময় ও শক্তির অপচয় করার সমতুল্য কাজ। অর্থা**ৎ** প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রের মাসয়ালার অন্ধ অনুসরণ করা উত্তম।

অন্ধ অনুসরণের ক্ষতি

অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে দু'ভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়-

১. অন্যের ভুলে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

পণ্ডিত ব্যক্তিসহ কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই অন্যের অন্ধঅনুসরণ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিষয়টি বুঝার জন্য চিকি**ৎ**সা বিজ্ঞানের একটি উদাহরণ খুবই সহায়ক। চিকি**ৎ**সা বিজ্ঞানে কোনো রুগীর রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করার সময় পূর্বের চিকি**ৎ**সক কি রোগ নির্ণয় করেছে তা বর্তমান চিকি**ৎ**সকের দেখা নিষেধ। এর কারণ হলো-পূর্বের চিকি**ৎ**সক কোন ভুল করে থাকলে বর্তমান চিকি**ৎ**সকের তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাওয়া এবং ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। তাই নিয়ম হলো-বর্তমান চিকি**ৎ**সক তার জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করবে। তারপর সে পূর্বের চিকি**ৎ**সকের ব্যবস্থাপত্র পর্যালোচনা করতে পারে। এটি বর্তমান চিকি**ৎ**সার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়।

২. ভুল তথ্য চালু থাকা সহায়ক হওয়া

অন্ধ অনুসরণ চালু থাকলে প্রথম ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করে থাকলে সে ভুল চলতে থাকে। এর ফলে বছরের পর বছর বা যুগের পর যুগ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত অজ্ঞতা তত্ত্বের সঠিকত্ব পর্যালোচনা

এ তত্ত্বের বক্তব্য হলো- অধিকাংশ মুসলিম ইসলাম জানে না বা যথাযথভাবে জানে না। তাই অধিকাংশ মুসলিমের ইসলাম পালন করতে যেয়ে অন্যের অনুসরণ না করে উপায় থাকে না। আর তাই ইসলামে অন্ধ অনুসরণ সিদ্ধ বা কল্যাণকর।

আমরা এখন এ তত্ত্বটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করবো। আমরা তিনটি শিরোনামে বিষয়টি আলোচনা করবো-

১.ইসলাম জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কি না
২. পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলামের কি পরিমাণ বিষয় জানে
৩.ইসলামে মানুষের Common sense-এর বাহিরের বিষয় আছে কি না

ইসলাম জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে কিনা

কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী জ্ঞানের দু’টি উৎস এটি সকল মুসলিম জানে,বিশ্বাস করে ও মানে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ দু’টি ইসলামী জ্ঞানের ১ ও ২ নাম্বার উৎস তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবীতে ইসলাম জানে না এমন একজন ব্যক্তিও যাতে না থাকে সে জন্য মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন,এ অপূর্ব তথ্যটি বর্তমান মুসলিম বিশ্ব হারিয়ে ফেলেছে। আর এ কারণে অন্ধ অনুসরণের অজ্ঞতা তত্ত্ব চালু ও গ্রহণ করানো সহজ হয়েছে। তাই চলুন যুক্তি,কুরআন ও হাদীসের আলোকে,জন্মগতভাবে মানুষের জ্ঞানের একটি উৎস পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক-

যুক্তি

যুক্তি-১

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢুকা প্রতিরোধ করার নিমিত্তে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক **দারোয়ান** আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান না থাকলে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

মানুষের জীবন শান্তিময় করার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢুকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামের মহাকল্যাণকর এক **দারোয়ান** সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢুকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোন এক ব্যবস্থা তথা দারোয়ান জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা’য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেনও। সে **দারোয়ান** হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

যুক্তি-২

বাস্তব কারণে মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মুসলিম ব্যক্তিদের অন্যধর্ম গ্রন্থের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় প্রায় শূন্য জনের। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা শতকরা কতোজন ব্যক্তির কুরআন ও সুন্নাহর গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ বলে দাবি করা যেতে পারে? এ প্রশ্নের অতিসহজ উত্তর হলো- প্রায় শূন্য জনের।

যে ব্যক্তি একটি বিষয় কোনভাবে জানতে পারে নাই তাকে ঐ বিষয়টি না মানার কারণে শাস্তি দেয়া ন্যায়বিচার নয়। একথাটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً .

অর্থ: আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না কোন বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার নিকট পৌঁছায়।

(বনী-ইসরাইল: ১৫)

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

অর্থ: আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যতক্ষণ না কোন উপদেশ দানকারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

(শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

তাই, সবচেয়ে বড় ন্যায়বিচারক আল্লাহ পৃথিবীর সকল মানুষকে শেষ বিচারের আওতায় আনা এবং সে বিচার ন্যায়বিচার হওয়ার নিমিত্তে সকল মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটি হলো Common sense, বোধশক্তি,عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ কোনভাবে জানতে পারেনি তাকে এই Common sense এর জ্ঞান ও আমলের আলোকে পরকালে বিচার করা হবে।

কুরআন

মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দেয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য-১

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا .

অর্থ: আর শপথ অন্তরের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (অন্তরকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা:৮নং আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে মানুষের অন্তরে 'ইলহাম' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ভুল এবং সঠিক পার্থক্য করার শক্তি দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া এই শক্তিই হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-২

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

অর্থ: অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করো; (এ জীবন ব্যবস্থা) আল্লাহর প্রকৃতি (Nature) (আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল), যে প্রকৃতির উপর (সামঞ্জস্যশীল করে) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

(রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে প্রথমে সকল মানুষকে একনিষ্ঠভাবে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, ইসলাম হলো তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল জীবন ব্যবস্থা।

এরপর বলা হয়েছে, মানুষকে ঐ জীবন বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল করে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, প্রাকৃতিক জীবন বিধান অর্থাৎ ইসলাম জানা, বুঝা ও অনুসরণ করার জন্যে যে সকল শারীরিক ও বুদ্ধি-বৃত্তিক গঠন দরকার জন্মগতভাবে তা দিয়েই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। জন্মগতভাবে পাওয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তি হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৩

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.

অর্থ: আবারও না, আমি কসম করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

(কিয়ামাহ্/৭৫ :২)

ব্যাখ্যা:তিরস্কারকারী আত্মা হচ্ছে সেই আত্মা যে মানুষকে অন্যায় বা পাপ করলে ভিতরে ভিতরে তিরস্কার তথা দংশন করে। এ আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সকল মানুষই অবহিত। এ আত্মাই হলো মানুষের বোধশক্তি, Common sens, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

♣♣ বর্তমান যুগের Computer এর সাথে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense এর মধ্যে নানা দিক থেকে অপূর্ব মিল আছে। Computer-এর তিনটি প্রধান অংশ হলো Memory (স্মরণ শক্তি), Processor (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) এবং Program. তেমনি Common sense-এরও আছে Memory, Processor এবং Program. বর্তমান Computer- এ যোগ বা পরিবর্তন করে Memory এবং Processing power বাড়ানো যায়। আবার Dynamic Processing power যুক্ত Computer ও আছে। যার Memory বাড়ালে Processing power সাথে সাথে বেড়ে যায়। Common sense-এর Processor হলো Dynamic । অর্থাৎ Common sense-এর Memory বাড়লে Processing power সাথে সাথে বেড়ে যায়।

Virus, Computer- এর ক্ষমতা কমায়। তেমনি ভুল জ্ঞান ও পরিবেশ Common sense এর সত্য ও মিথ্যা পার্থক্য করার ক্ষমতা কমায়। এ কথাগুলো আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য-১

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا .

অর্থ: অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৯, ১০)

ব্যাখ্যা: ৯নং আয়াতখানির মাধ্যমে জানানো হয়েছে,যে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense- কে উৎকর্ষিত করবে সে সফল হবে। এখান থেকে জানা যায়,

Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায়। আর Common sense-কে উৎকর্ষিত করে ব্যক্তি সফল হতে পারে, কারণ হলো- ঐ ব্যক্তি তার Common sense ব্যবহার করে কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে, সহজে তা মেনে নিতে এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার উপর আমল করতে পারবে। তাই সে সফল হবে।

১০নং আয়াতখানির মাধ্যমে জানানো হয়েছে,যে জন্মগতভাবে পাওয়া Common sense-কে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। আর এ ব্যর্থতার কারণ হলো- Common sense অবদমিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। ফলে তার আমল ভুল হবে। তাই সে ব্যর্থ হবে।

তথ্য-২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا □ □ □ □

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের (জন্মগতভাবে পাওয়া) ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (Common sense-কে উৎকর্ষিত করে) দিবেন... ... ...

(আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ সচেতন হওয়ার উপায় হলো-কুরআন,সুন্নাহ,প্রাকৃতিক নিদর্শন (বিজ্ঞান),সত্য ঘটনা,সত্য কাহিনী ইত্যাদির আলোকে জ্ঞান অর্জন করে আল্লহ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা। আর কুরআনের অধিকাংশ স্থানে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা বলতে বুঝানো হয়েছে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন (Program) অনুযায়ী কোন কিছু সংঘটিত হওয়াকে।

তাই এ আয়াতাংশের বক্তব্য হলো- কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা, সঠিক কাহিনী ইত্যাদির আলোকে জ্ঞান অর্জন করে মানুষ যদি তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense -এর Memory বাড়াতে পারে তবে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন (Program) অনুযায়ী Common sense-এর বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) বেড়ে যাবে।

তথ্য-৩

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অর্থ: তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা (বিভিন্ন স্থানে থাকা উদাহরণ দেখে উৎকর্ষিত Common sense ধারণকারী) অন্তরের মালিক হতে পারতো, যা দ্বারা (সত্য ও মিথ্যা অধিক মাত্রায় সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (যথাযথ) শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হতো। বস্তুত চক্ষু অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে অন্তর যা কেন্দ্রে (কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্ত্র/Central nervous system-এ) অবস্থিত।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, মানুষ যদি পৃথিবী ভ্রমণ করে বিভিন্ন স্থানে থাকা নিদর্শন দেখে শিক্ষা নিয়ে তাদের Common sense-এর Memory বাড়াতে পারে তবে তাদের Common sense উৎকর্ষিত হবে। অর্থাৎ তাদের Common sense এর বিশ্লেষণ ক্ষমতা বেড়ে যাবে। আর এই জ্ঞানের শক্তি Common sense মানুষের শরীরের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অবস্থিত।

তথ্য-৪

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ

অর্থ: … … … আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন (ভিন্নতা) নেই।

(রুম/৩০ :৩০)

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন ভিন্নতা নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে বাহ্যিক গঠন,আচার-আচরণ,খাবার-দাবার ইত্যাদি দিক থেকে বেশ ভিন্নতা আছে। তাই এ আয়াতাংশের প্রকৃত অর্থ হলো-আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালার মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। তাই বিভিন্ন সৃষ্টির গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি দেখলে মানুষের পক্ষে তার নিজের সৃষ্টি ও পরিচালনা পদ্ধতি বুঝা সহজ হয়। আর তাই পূর্বে বর্ণিত সূরা হাজ্জের ৪৬নং আয়াতখানিতে পৃথিবী ভ্রমণ করে বিভিন্ন স্থানে থাকা নিদর্শন দেখতে বলা হয়েছে। কারণ এতে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হবে এবং ঐ উন্নত Common sense ব্যবহার করে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে, সহজে তা মেনে নিতে এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার উপর আমল করতে পারবে।

হাদীস

হাদীস-১

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ لنفسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ

فِي الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ .

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি নেকি (সঠিক(ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন-তোমার নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন-যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ

করে,তাই নেকী। আর পাপ হলো তা, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়,খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ : মুসনাদে আহমাদ,হাদীস নং ১৮০৩৫)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়-মানুষের অন্তরে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। মানুষের অন্তরের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি,Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান বলে।

হাদীস-২.১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.)বলেন,রাসূলুল্লাহ (**সা.**) বলেছেন,যে শিশুই মায়ের গর্ভ হতে পয়দা হয়,সে প্রকৃত মানব প্রকৃতির ভিত্তিতে হয়। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী,ঈসায়ী বা মজুসী বানিয়ে দেয়। এটি এমনই ব্যাপার যেমন প্রাণীর পেট হতে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ বাচ্চার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে মুশরিকরা নিজেদের জাহেলিয়াতের ভিত্তিহীন ধারণা ও কুসংস্কারের দরুণ তার কান কেটে দেয়।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ:মুসনাদে আহমদ,হাদীস নং ৭১৮১)

হাদীস-২.২

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.

অর্থ: হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তারা কথা বলতে শিখে। তারপর সে হয়তো অকৃতজ্ঞ (কাফির) অথবা কৃতজ্ঞ (মুসলিম) হয়ে যায়।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-১৪৮০৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: এ দু'টি হাদীসসহ আরো হাদীস থেকে প্রথমে যে তথ্যটি জানা যায় তা হলো- সকল মানব শিশু ইসলামী প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ ইসলাম জানা, বুঝা ও অনুসরণ করার জন্যে যে সকল শারীরিক ও বুদ্ধি-বৃত্তিক গঠন দরকার জন্মগতভাবে তা দিয়েই সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়। জন্মগতভাবে পাওয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তি হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

২য় যে তথ্য এ ধরনের হাদীস থেকে জানা যায় তা হলো-মা বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী,ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া বুদ্ধিবৃত্তি (Common sense) অবদমিত বা পরিবর্তীত হয়ে যায় তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

♣♣ যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের উল্লেখিত তথ্যসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ Common sense নামক ইসলাম জানার একটি উৎস জন্মগতভাবে পৃথিবীর সকল মানুষকে দিয়েছেন। তাই যাদের Common sense আছে তারা সকলে ইসলাম জানে। অন্যকথায় পৃথিবীতে ইসলাম জানে না শুধুমাত্র যারা Non sense অর্থাৎ নির্বোধ (পাগল) মানুষেরা। তাই অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত অজ্ঞতা তত্ত্ব মোটেই সঠিক নয়।

তবে মনে রাখতে হবে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। তাই Common sense-এর তথ্য চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন ও হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।
Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'ইসলামে Common sense–এর গুরুত্ব কতোটুকু এবং কেন'' নামের পুস্তিকাটিতে।

পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলামের কি পরিমাণ বিষয় জানে

চলুন বিষয়টি যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানার চেষ্টা করি-

যুক্তি-১

❑ চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানীর সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ

MBBS পাশ করা একজন চিকিৎসককে বলা হয় সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসক (General Physician)। চিকিৎসাবিদ্যার অনেক দিক আছে। যেমন মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, চক্ষু, চর্ম, নিউরো, অর্থোপেডিকস, এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি ইত্যাদি। MBBS পর্যায় পর্যন্ত একজন ছাত্রকে চিকিৎসাবিদ্যার সকল দিকের শিক্ষা দেয়া হয়। কোন ছাত্রের চিকিৎসাবিদ্যার কোন একটি দিকের মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকলে তাকে MBBS পরীক্ষায় পাশ করানো হয় না। অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যায় সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসক খেতাব পেতে হলে তথা চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ প্র্যাকটিস (General Practice) করার অনুমতি পেতে হলে একজন মানুষকে চিকিৎসাবিদ্যার সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense এর দাতা বা শিক্ষক হলেন মহান আল্লাহ। চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষক হলো মানুষ। চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানী মানুষ তৈরী করার জন্য শিক্ষকগণ চিকিৎসাবিদ্যার সকল মৌলিক জ্ঞান শিখানো প্রয়োজন বলে মনে করেছেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিয়েছেন। তাহলে সহজে বলা যায়-আল্লাহ তা'য়ালার মতো শিক্ষক জন্মগতভাবে যে জ্ঞান (Common sense) শিখিয়ে ইসলাম পালনের জন্য সাধারণ

জ্ঞানী মানুষ তৈরী করতে চেয়েছেন সেখানে নিশ্চয় তিনি ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় না হলেও অধিকাংশ মৌলিক বিষয় শিখানোর ব্যবস্থা করেছেন বা রেখেছেন।

যুক্তি-২

❑ সাধারণ নৈতিকতার বিষয়সমূহের দৃষ্টিকোণ

সাধারণ নৈতিকতার বিষয়সমূহ হলো- সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, মানুষকে কষ্ট না দেয়া, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা, চুরি না করা, ঘুষ না খাওয়া, মাপে কম না দেয়া, মানুষকে না ঠকানো, মানুষকে সাহায্য করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা না করা ইত্যাদি। এগুলো ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু অন্য ধর্মের নিরক্ষর ব্যক্তিরাও বিষয়গুলো জানে ও মানে। অর্থাৎ এ বিষয়গুলো জানার জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা ভার্সিটিতে পড়া লাগে না। তাহলে কে, কিভাবে, মানুষকে এ বিষয়গুলো শিখায়? এটি এক বিরাট প্রশ্ন তাই না? এ বিষয়গুলোর শিক্ষক হলেন মহান আল্লাহ। আর তিনি এগুলো মানুষকে শিখান জন্মগতভাবে তাঁর দেয়া জ্ঞানের উৎস Common sense- এর মাধ্যমে। তাহলে দেখা যায় পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলামের অনেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানে।

যুক্তি-৩

❑ পৃথিবীর ধর্মান্তরিত হওয়ার পরিসংখ্যানের দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীতে অমুসলিম থেকে মুসলিম হওয়ার সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু বিপরীতটি নাই বললে চলে। দু'একজন যারা মুসলিম থেকে অমুসলিম হয় তারাও তা হয় সম্পদের লোভ বা মিথ্যা তথ্যের ধোকায়। অমুসলিম থেকে মুসলিম হওয়ার সংখ্যা অসংখ্য হওয়ার কারণ হলো-অমুসলিম ঘরে জন্মানো ও বেড়ে ওঠা মানুষদের জন্মগতভাবে পাওয়া ইসলামী জ্ঞানের উৎস Common sense অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। তারা যখন সঠিক তথ্য, শিক্ষা বা পরিবেশ পায় তখন তাদের অবশিষ্ট Common sense উৎকর্ষিত হয়ে জেগে উঠে। তাই তারা মুসলিম হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের জন্মগত ধর্মে ফিরে যায় (Revertion)। আর তাই পৃথিবীর ধর্মান্তরিত হওয়ার পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করেও বলা যায়,শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে যাদের জন্মগতভাবে পাওয়া ইসলামী জ্ঞানের উৎস অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায় তারাও ইসলামের অনেক কিছুর জ্ঞান রাখে।

কুরআন

... ... كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ. قَالُوا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ كَبِيْرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থ: ... ... যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের নিকট

সতর্ককারী এসেছিল; আমরা তাদেরকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি; তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছো। তারা আরো বলবে, যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক /৬৭ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা: আয়াত ক'খানির মাধ্যমে জানা যায়,কাফিরদের যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন জাহান্নামের রক্ষীগণ তাদের জিজ্ঞাসা করবে, দুনিয়াতে কোন সতর্ককারী কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে তাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করেছিল কিনা। উত্তরে কাফিররা বলবে সতর্ককারী গিয়েছিল কিন্তু আমরা তাদের কথা বিশ্বাস করিনি এবং বলেছিলাম সতর্ককারীগণই বড় ভুল পথে আছে। এরপর তারা বলবে- আজ আমরা বুঝতে পারছি সতর্ককারীগণের কথা অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যগুলো যদি মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা Common sense ব্যবহার করতাম তবে আজ আমাদের দোযখে আসতে হতো না।

শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে কাফিরদের জন্মগতভাবে পাওয়া ইসলামী জ্ঞানের উৎস Common sense পরিবর্তীত হয়ে যায়। আয়াত ক'খানিতে দেখা যায় জাহান্নামের রক্ষীদের প্রশ্নের উত্তরে কাফিররা বলেছে,তারা যদি কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতো অথবা তাদের Common sense ব্যবহার করতো তবে তাদের জাহান্নামে আসতে হতো না। এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়,Common sense পরিবেশ ও শিক্ষার কারণে পরিবর্তীত হয়ে গেলেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। অর্থাৎ পরিবেশ ও শিক্ষার কারণে যাদের Common sense পরিবর্তিত হয়ে গেছে তাদেরও ইসলামের অনেক কিছু জানা থাকে।

আল-হাদীস

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا لَا تَقْتُلُوا الذُّرِّيَّةَ» . فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا جَاوَزَ بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ، قَالَ: فَخَطَبَ، يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، قَالَ: فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَاوَزَ بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَيْسُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ هُمَا يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ»

অর্থ: আসওাদ ইবনে সারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-নবী কারীম (সা.) বলেছেন, সাবধান!তোমরা সন্তানদের হত্যা করোনা। অতঃপর তাঁর নিকট সংবাদ পৌছল যে, (মুসলিম) বাহিনী এক অভিযানে শত্রুদের সন্তানদের হত্যা করেছে। রাবি বলেন এ সংবাদ শুনে তিনি

(উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে) ভাষণ দিলেন, (এ সময় তাঁর) চেহারায় অসন্তুষ্টি বা রাগের চিহ্ন দেখাচ্ছিল। রাবি বলেন নবী কারীম (সা.) বললেন, সম্প্রদায়ের লোকদের কি হলো? তারা সন্তাদের হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে? রাবি বলেন এক ব্যাক্তি বললো, তারা কি মুশরিকদের সন্তান নয়? রাবি বলেন, তখন নবী কারীম (সা.) বললেন, তোমাদের উত্তমরা কি মুশরিকদের সন্তান ছিলনা? শপথ সেই **সত্তা**র, যে **সত্তা**র হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, নিশ্চয় প্রত্যেক মানব সন্তান প্রকৃতির উপর জন্ম গ্রহণ করে। তারা যখন কথা বলতে শিখে তখন তাদের পিতা-মাতা উভয়ই তাদেরকে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান বানায়।

(আল-মাকতাবাতুশ্ শামেলা: আল-আমওয়ালুল ইবনে ঝানজুইয়া- ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৫৪, পৃ: ১৫৫)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি হতে জানা যায় যুদ্ধে শত্রুদের সন্তানদের হত্যা করা হয়েছে জেনে রাসূল (সা.) দুঃখিত হন। এতে মুশরিকদের সন্তান মুশরিক হবে তাই তাদের হত্যা করা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে বলে একজন সাহাবী মতপ্রকাশ করেন। উত্তরে রাসূল (সা.) প্রথমে বলেছেন, সাহাবীদের মধ্যে যারা উত্তম তারা সকলেই মুশরিকদের সন্তান ছিল। তারপর তিনি বলেছেন, সকল মানব সন্তানই ইসলামী জ্ঞানের উৎস Common sense নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের পিতা-মাতা (শিক্ষা ও পরিবেশ)তাদের ইহুদী বা নাসারা বানিয়ে দেয়।

একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়,হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন- সকল মানুষ ইসলামী জ্ঞানের উৎস Common sense নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে সে Common sense পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় তারা কাফির-মুশরিকে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তাদের জন্মগত পাওয়া ইসলামী জ্ঞানের অনেকাংশ অবিকৃত থাকে। উপযুক্ত তথ্য বা পরিবেশ পেলে ঐ ইসলামী জ্ঞান জেগে ওঠে। ফলে তারা আবার ইসলাম গ্রহণ করে তথা মুসলিম হয়ে যায়। তাই অমুসলিমদের ছেলে-মেয়েদের হত্যা করা উচিত নয়। কারণ, তাদের নিকট ইসলামের তথ্য যথাযথভাবে পৌঁছাতে পারলে তাদের অবশিষ্ট Common sense আবার জেগে উঠবে এবং তারা আবার মুসলিম হয়ে যাবে। আর তাই, এ হাদীস থেকে জানা যায়-পরিবেশ ও শিক্ষার কারণে যাদের Common sense পরিবর্তিত হয়ে গেছে তাদেরও ইসলামের অনেক কিছু জানা থাকে।

♣♣ যুক্তি,কুরআন ও হাদীসের তথ্যের আলোকে তাই নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মানো ও বেড়ে ওঠা শিক্ষিত ও নিরক্ষর সকল মানুষেরা ইসলামের অনেক কিছু জানে। তবে সে জ্ঞানের মাত্রা সকলের এক হবে না। তাই অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত অজ্ঞতা তত্ত্ব (যে ইসলাম জানে না তার জন্য অন্ধ অনুসরণ যৌক্তিক বা কর্তব্য)মোটেই সঠিক নয়।

ইসলামে মানুষের Common sense-এর বাইরের কোন বিষয় আছে কিনা

অন্ধ অনুসরণকে পর্যালোচনা করতে হলে এ বিষয়টিও আলোচনায় আনা দরকার। কারণ,ইসলাম চায় কুরআন তথা ইসলামের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে। কিন্তু বাস্তবতা হলো Common sense-এর বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া কঠিন। কিন্তু ইসলামে যদি Common sense-এর বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয় উপস্থিত থাকে তবে

সেগুলোতো অন্ধভাবে বিশ্বাস ও অনুসরণ করতে হবে। চলুন তাই যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক।

যুক্তি-১

❑ **একই উদ্দেশ্যে একই উৎস থেকে আসার দৃষ্টিকোণ**

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense এসেছে একই উৎস অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর তিনটিরই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া। একই উদ্দেশ্যে একই উৎস থেকে আসা বিষয়ের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল বেশি থাকে, এটি একটি চিরসত্য এবং সহজবোধগম্য কথা। তাই,সহজেই বলা যায়, কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense- এর মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল থাকার কথা বেশি। অর্থাৎ যুক্তি অনুযায়ী ইসলামে মানুষের Common sense-এর বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয় না থাকা বা থাকলে তার সংখ্যা খুব কম হওয়ার কথা।

যুক্তি-২

❑ **কুরআন ও সুন্নাহর Common sense কে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার দৃষ্টিকোণ**

কোন বিষয়ে কারো দুর্বলতা থাকলে ঐ বিষয়টি যাচাই করে দেখতে সে কাউকে বলবে না। এটিও একটি চিরসত্য কথা। কারণ,এতে তার দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাই এ চিরসত্য কথা অনুযায়ী ইসলামে যদি Common sense-এর বাইরের বা বিরুদ্ধ কথা বেশী থাকতো তাহলে মহান আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) মানুষকে Common sense ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করতেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে Common sense ব্যবহার করাকে নিরুৎসাহিত করে এমন একটি কথাও নেই। উল্টো কুরআন ও সুন্নাহে বহু কথা আছে যা Common sense ব্যবহারকে উৎসাহিত করে,না ব্যবহার করাকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করে। এ তথ্য থেকে বলা যায়,ইসলামে মানুষের Common sense- এর বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয় না থাকারই কথা।

আল-কুরআন

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ

অর্থ: তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এর মধ্যে কিছু হলো ‘ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য’ আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো ‘অতীন্দ্রিয়’; অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা (ভুল বুঝা-বুঝি) ছড়ানো এবং (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে

অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার জন্যে; অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না; আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এটা (অতীন্দ্রিয়গুলো) বিশ্বাস করি, (কারণ) এসবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে।

(আলে-ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা: মুহকামাত আয়াত হচ্ছে সেই আয়াত যেখানে আলোচনা করা হয়েছে এমন বিষয় যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের (দেখা, শুনা, স্পর্শ, স্বাদ ও অনুভব) এক বা একাধিকটির মাধ্যমে জানা বা বুঝা যায়। এ বিভাগে দুই ধরনের আয়াত আছে- মূল আয়াত ও ব্যাখ্যাকারী (উদাহরণ ও কাহিনী)আয়াত। আল-কুরআনে উদাহরণ ও কাহিনীর আয়াত সবচেয়ে বেশী।

আর মুতাশাবিহাত আয়াত হচ্ছে সেগুলো যেখানে এমন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনটির দ্বারা জানা বা বুঝা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সেই বিষয় যা মানুষ কোনদিন দেখেনি, শুনেনি, স্পর্শ, স্বাদ বা অনুভব করেনি। এ আয়াতগুলো হলো ফেরেশতা,জান্নাত,জাহান্নাম,আল্লাহর আরশ,হুর, গেলমান ইত্যাদির বর্ণনাধারণকারী আয়াত। এ আয়াতের সংখ্যা খুবই কম।

আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ প্রথমে কুরআনের সকল আয়াতকে ‘ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য’ ও ‘অতীন্দ্রিয়’এ দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং বলেছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতসমূহ হচ্ছে কুরআনের ‘মা’ তথা মূল আয়াত।

এরপর আল্লাহ বলেছেন, যাদের মনে বক্রতা বা দোষ আছে তারাই শুধু ভুল বুঝা-বুঝি ছড়িয়ে ইসলামের ক্ষতি করার জন্যে অতীন্দ্রিয় আয়াতের পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার জন্যে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয় ধারণকারী আয়াতের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না বা বুঝতে পারবে না।

সবশেষে আল্লাহ বলেছেন,যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা অতীন্দ্রিয়গুলো বিশ্বাস করি, কারণ এসবই (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় সব আয়াত) আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতে মহান আল্লাহ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। একটি উদাহরণ বুঝে নিলে বিষয়টি বুঝা সহজ হবে।

ধরা যাক, একজন ব্যক্তির সামনে ক ও খ নামের দু’টি পাত্রে দুই ধরনের খাবার রেখে বলা হলো ক পাত্রের খাবারটি খাওয়া নিষেধ। তাহলে খাবার দু’টি খাওয়া বা না খাওয়ার বিষয়ে ব্যক্তিটিকে যে আদেশ, অনুমতি বা তথ্য দেয়া হলো তা হচ্ছে-

১. ক পাত্রের খাবারটি খেতে প্রত্যক্ষভাবে (Directly) নিষেধ করা হয়েছে
২. খ পাত্রের খাবারটি খেতে পরোক্ষভাবে (Indirectly) অনুমতি দেয়া হয়েছে

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ আল-কুরআনের সকল আয়াতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) ও অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) এই দুই বিভাগে ভাগ করে অতীন্দ্রিয় আয়াত সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে দু’’টি তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। তথ্য দু’’টি হলো-

১. অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত অর্থ বের করার চেষ্টাকারী লোকেরা হচ্ছে এমন দুষ্ট লোক যারা ইসলামের ক্ষতি করতে চায়। অর্থাৎ এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ অতীন্দ্রিয় আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার চেষ্টা করতে নিষেধ করেছেন।

২. অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত বা অন্তর্নিহিত অর্থ তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, অতীন্দ্রিয় আয়াতের সাধারণ অর্থ ভিন্ন গভীর কোন অর্থ মানুষের পক্ষে গবেষণা করে বের করা সম্ভব নয়।

তাহলে এ আয়াতখানি থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত সম্পর্কে যে তথ্য পরোক্ষভাবে বের হয়ে আসে তা হচ্ছে-

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ বের করার জন্য জন্য চিন্তা গবেষণা করা সকলের কর্তব্য ।

২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ মানুষের Common sense সিদ্ধ। অন্যকথায় মানুষের Common sense তথা বুঝের চিরন্তনভাবে বাইরে থাকবে এমন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত আল-কুরআনে নেই। দুই-একটি আয়াতের বিষয় বর্তমান Common sense-এর বাইরে হতে পারে। তবে মানব সভ্যতার জ্ঞান ঐ স্তরে পৌঁছালে তা মানুষের Common sense সিদ্ধ হবে এবং বুঝতে পারবে।

আয়াতখানির শেষে অতীন্দ্রিয় আয়াতের বক্তব্য মেনে নেয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ একটি সুন্দর যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। কথাটি হলো- 'যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এটা (অতীন্দ্রিয়গুলো) বিশ্বাস করি, (কারণ) এসবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে'।' এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কুরআনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় সব আয়াতই এসেছে এক আল্লাহর নিকট থেকে। এর মধ্যে অধিকাংশ আয়াতই হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভাগের এবং সেগুলো সবই যৌক্তিক। তাই কুরআনে যে অল্পকিছু অতীন্দ্রিয় আয়াত আছে সেগুলোও যৌক্তিক হওয়া স্বাভাবিক। আর তাই সেগুলো মেনে নেয়া বা বিশ্বাস করা যৌক্তিক।

এ আয়াতের আলোকে তাই নিশ্চিতভাবে যা জানা যায় তা হলো-

১. আল-কুরআনের অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত অর্থ চিরদিন মানুষের Common sense তথা বুঝের বাইরে থাকবে। তাই অতীন্দ্রিয় আয়াতের সরল অর্থ মানুষের Common sense-এর বাইরে বা বিরুদ্ধ হলেও তা অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে। তবে এ ধরনের আয়াতের সংখ্যা কুরআনে খুবই কম।

২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ মানুষের Common sense-সিদ্ধ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন আয়াতের অর্থ বর্তমান জ্ঞানে বুঝে না আসলেও মানব সভ্যতার জ্ঞান বাড়লে তা মানুষের বুঝ তথা Common sense সিদ্ধ হবে। তাই কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের সরল অর্থ Common sense বিরুদ্ধ হলে তা অন্ধভাবে মেনে নিয়ে বসে থাকা চলবে না। সেটি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে যতোদিন না তার প্রকৃত অর্থ বুঝে আসে তথা Common sense সিদ্ধ হয়। আর গবেষণার মাধ্যমে কুরআনে

উল্লিখিত সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যে একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হবে তা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

অর্থ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলী (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩))

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততো দূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ- আল্লাহর সৃষ্টি করে রাখা বিষয় তাঁর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা হলো-খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যকার বিভিন্ন বিষয় আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনের সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

♣♣ তাহলে যুক্তি ও কুরআনের আলোকে সহজে বলা যায়,কুরআন তথা ইসলামে মানুষের Common sense-এর বাইরের বিষয় আছে তবে তার সংখ্যা খুবই কম। আর সেগুলো হলো কুরআনের অতীন্দ্রিয় আয়াতের বিষয়সমূহ।

অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত পণ্ডিত তত্ত্বের সঠিকত্ব পর্যালোচনা

অন্ধ অনুসরণের পক্ষে প্রচারিত পণ্ডিত তত্ত্বটি হলো- যারা ইসলামের গভীর জ্ঞান রাখেন (পণ্ডিত) তারাতো ইসলাম সম্পর্কে ভুল কথা বলেন না। তাই তাদেরকে অন্ধ অনুসরণ করা দোষের নয়, কর্তব্য বা বাধ্যতামূলক। চলুন এখন কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে এ তত্ত্বটি পর্যালোচনা করা যাক। পর্যালোচনাটি সহজ ও পরিপূর্ণ হবে যদি **সত্তা** বা ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত করে নেয়া যায়-

ক. মহান আল্লাহ
খ. নবী-রাসূলগণ
গ. সাধারণ মানুষ

আল্লাহ তা'য়ালা নির্ভুল কিনা

Common sense

মহান আল্লাহ হচ্ছেন মানুষসহ মহাবিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি সব কিছু নির্ভুলভাবে জানেন বলেই তো সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাই Common sense এর আলোকে সহজেই বলা যায় মহান আল্লাহ নির্ভুল।

আর মহান আল্লাহর যে সকল কিছুর নির্ভুল জ্ঞান আছে তার বাস্তব এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হলো আল-কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত। গবেষণার মাধ্যমে মানুষ যতোকিছু আবিষ্কার করছে, নির্ভুল হলে তা কুরআনে ঐ বিষয় সম্পর্কিত আয়াতের বক্তব্যের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। পুস্তিকার তথ্যের উৎসের Common sense বিভাগে এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল-কুরআন
তথ্য-১

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ

অর্থ: এটি (কুরআন) সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।

(বাকারা/২ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের রচনাকারী হলেন মহান আল্লাহ। আয়াতখানির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে কোন সন্দেহ তথা ভুল নেই। আর কুরআনে ভুল না থাকার কারণ হলো যিনি এ গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি যে কোন রকম ভুলের উর্ধ্বে।

তথ্য-২

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ... ...

অর্থ: আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

(বাকারা/২ : ২৫৬, আরো অনেক স্থানে)

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। আল-কুরআনের অনেক স্থানে এ কথাটি এসেছে। যিনি সর্বজ্ঞানী তিনি নির্ভুল হবেন এটিই স্বাভাবিক।

♣♣ আল-কুরআন ও Common sense- এর আলোকে তাই সহজে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা নির্ভুল।

নবী-রাসূলগণ (সা.) নির্ভুল কিনা

Common sense

নবী-রাসূলগণকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে তত্ত্বগত শিক্ষা ও বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তি গঠন করা এবং সে জনশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে। আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করে মানুষের কল্যাণ করা।' বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে, 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য' এবং ''রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য ও তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি' নামক বইটিতে।

কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানে, বিশেষ করে মৌলিক জ্ঞানে যদি কারো ভুল থাকে তবে সে ঐ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে এটি একটি সহজ বোধগম্য কথা। আবার জ্ঞান সঠিক থাকার পরও একজন মানুষ প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হতে পারে এটি বুঝাও কঠিন নয়। সুতরাং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান নির্ভুলভাবে কোন না কোন উপায়ে নবী-রাসূলগণকে মহান আল্লাহর জানানোর কথা বা জানানো যুক্তিসঙ্গত। তাই Common sense-এর আলোকে সহজেই বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের নির্ভুল জ্ঞান নবী-রাসূলগণের থাকার কথা। অধিকাংশ নবী-রাসূল (সা.) তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হতে পারেননি এটি তাদের জ্ঞানের দুর্বলতার জন্যে নয়। বাস্তব পরিস্থিতি সক্রিয় প্রতিকূলে ছিল বলেই তারা সফল হতে পারেননি।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحَى.

অর্থ: আর সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তার প্রতি প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছু নয়।

(নাজম/৫৩ : ৩, ৪)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ নিজেদের মনের কল্পনা প্রসূত কোন কথা বলেন না। আল্লাহর তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসূলগণকে নির্ভুল জ্ঞান দেয়া হয়। সেই জ্ঞান অনুযায়ী তারা কথা বলেন বা কাজ করেন।

তথ্য-২

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ

অর্থ: আমি (রাসূল সা.) শুধু ঐ তথ্যের অনুসরণ করি যা ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানানো হয়।

(আন'আম/৬ : ৫০)

ব্যাখ্যা: এখানে রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-সহ সকল নবী-রাসুলই নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করার সময় ঐ সকল নির্ভুল তথ্য বা জ্ঞানের অনুসরণ করেন যা তারা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে জানতে পারেন।

তথ্য-৩

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.

অর্থ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোন কথা বানিয়ে বলতো, অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। তখন তোমাদের মধ্যে কেউই নেই, যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতো।

(হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

ব্যাখ্যা:এখানে রাসূল মুহাম্মাদ **(**সা.**)** যদি নিজের কল্পনাপ্রসূত কোন কথা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিতেন তবে যা ঘটতো এবং সেটি কেমন কঠিন হতো তা মহান আল্লাহ প্রকাশ করেছেন তিন ধরনের বাক্যের মাধ্যমে-

- তাকে ডান হাতে তথা শক্ত করে ধরা হতো
- তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলা তথা তাকে মেরে ফেলা হতো
- মানুষের মধ্যকার কেউই সে কাজ থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারতো না।

তাই,এ তিনখানি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূল মুহাম্মাদ **(**সা.**)**সহ সকল নবী-রাসূল, নবুয়তের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেদের বানানো কোন কথা বলেননি। আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত নির্ভুল জ্ঞানের মাধ্যমে তারা কথা বলেছেন।

♣♣ আল-কুরআনের উল্লিখিত তিনটি তথ্যের আলোকে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর নিকট থেকে নির্ভুল জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েই কথা বলতেন বা কাজ করতেন। তাই তারা ছিলেন নির্ভুল। ছোটখাট দু'একটি ত্রুটি হয়ে থাকলেও আল্লাহ তাদেরকে সে ত্রুটির উপর থাকতে দেননি। সাথে সাথে তা সংশোধন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর নিকট থেকে তারা জ্ঞান পেতেন তিন'টি উপায়ে। সে তিনটি উপায় কি ছিল সেটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ
رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِه مَا يَشَاۤءُ ط

অর্থ: কোন মানুষ আল্লাহর সাথে **(**সামনা সামনি) কথা বলতে পারে না; (কথা বলতে পারে) শুধু 'ওহী'র মাধ্যমে, পর্দার অন্তরালে থেকে বা প্রেরিত দূতের মাধ্যমে যে তাঁর **(**আল্লাহর) অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা 'ওহী' করেন।

(শুরা/৪২ : ৫১)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে প্রথমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, কোন মানুষ আল্লাহর সাথে সামনা-সামনি কথা বলতে পারে না। এরপর জানানো হয়েছে মানুষ তিনটি উপায়ে আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারে-

১. 'ওহী'-এর মাধ্যমে
২. পর্দার অন্তরালে থেকে
৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে

আয়াতখানির বক্তব্য ছিল সমগ্র মানুষকে উদ্দেশ্য করে। শুধু নবী-রাসূলগণকে উদ্দেশ্য করে নয়। প্রথমে যেটি সম্ভব নয় সেটি জানানো হয়েছে। সেটি হলো সামনা-সামনি আল্লাহর সাথে কথা বলা। তারপর,মানুষ তিনটি উপায়ে আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

আয়তখানিতে ‘ওহী’ শব্দটি দু’বার ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় ওহীটি হলো জিব্রাইল (আ.) যে ‘ওহী নিয়ে আসতো সেটি। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব বা সহীফা। শেষ নবীর জন্য সেটি হলো কুরআন। সাধারণ মানুষের পক্ষে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা ‘ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কথা বলা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে আল্লাহর সাথে কথা বলার উপায় হলো প্রথম ওহীটি। তাহলে উল্লিখিত প্রথম ওহীটি কী যার মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং সাধারণ মানুষ আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারে? বেশ চিন্তার ও চমৎকার বিষয় তাই না?

আয়াতে বর্ণিত এ প্রথম ওহীটির প্রকৃত অর্থ মোবাইল ফোন ও ক্ষুদে বার্তা (SMS)-এর জ্ঞান মানব সভ্যতার আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত বুঝা সম্ভব ছিল না। এখন বলা যায় যে,প্রথম ওহীটি হলো ক্ষুদে বার্তা (SMS)। ঐ SMS আদান-প্রদান হয় মানুষের অন্তরে থাকা ও জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense এবং আল্লাহর তৈরী করে রাখা জ্ঞানের সার্ভারের (Server) মধ্যে। SMS করতে মোবাইল নাম্বার বা ID নাম্বার লাগে। প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া মোবাইল বা ID নাম্বার হলো মানুষের DNA নাম্বার। এ নাম্বার জন্মগতভাবে মানুষ পায় এবং এটি প্রত্যেকে মানুষের জন্য ভিন্ন।

একজন মানুষ কি চিন্তা করছে তা যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করার জ্ঞান এখন মানুষের আয়ত্তে এসে গেছে। মানুষ যখন কোন কিছু চিন্তা করে বা মনে মনে কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চায় তখন তার মস্তিস্কের কোষের মধ্যে একধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ (ওয়েভ) তৈরী হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটিকে Action potential বলা হয়। এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে এখন বলে দেয়া যায় মানুষ কি চিন্তা করছে,ভাবছে বা তার মনে কি প্রশ্ন জেগেছে।

তাই বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বলা যায়,আল্লাহর সাথে ক্ষুদে বার্তা (SMS)-এর মাধ্যমে কথা বলার পদ্ধতি হলো- মানুষ যখন কোন একটি বিষয় ভাবে বা মনের নিকট প্রশ্ন করে তখন মস্তিকের কোষের মধ্যে যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ (ওয়েভ) তৈরী হয় সেটি আল্লাহর তৈরী করে রাখা জ্ঞানের সার্ভারে চলে যায়। জ্ঞানের সার্ভার ঐ ওয়েভ বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে মানুষটি কি ভাবছে বা কি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। আল্লাহর তৈরী করে রাখা জ্ঞানের সার্ভার থেকে তখন ঐ ভাবনা বা প্রশ্নের উত্তর ক্ষুদে বার্তা (SMS) আকারে মানুষের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। আর DNA নাম্বার অনুযায়ী SMS পাঠানো হয় বলে একজনের SMS অন্যজনের নিকট যায় না।

সাধারণ মানুষ নির্ভুল কি না

Common sense

তথ্য-১

জ্ঞানীর সংজ্ঞার উদাহরণের দৃষ্টিকোণ

জ্ঞানীর একটি সংজ্ঞা হলো, যে জানে তার নাজানার ভাণ্ডার কত বড়। তাই ‘আমার সকল বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত নির্ভুল’ একথা পৃথিবীর কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অতীতে দাবি করেননি, বর্তমানে দাবি করেন না এবং ভবিষ্যতেও দাবি করবেন না।

তথ্য-২

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণের দৃষ্টিকোণ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে এমন জ্ঞান যার ভুলে সরাসরি মানুষের জীবন চলে যায় বা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞানে ভুল এড়ানোর জন্যে কোন একটি চিকিৎসা পদ্ধতি বা ঔষধ বাজারে ছাড়ার পূর্বে Laboratory test, Animal test ইত্যাদি নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এই চিকিৎসা বিদ্যার অনেক বিষয়ের মধ্যে নিকট অতীত এবং বর্তমানের কয়েকটি বিষয়ের অবস্থা নিম্নে তুলে ধরছি-

১. মাত্র ২০-২৫ বছর আগেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি তথ্য ছিল-Big surgeon big incision। অর্থাৎ যে যতো বড় সার্জন হবে সে ততো বড় করে কাটবে। কারণ, সে জানে শরীরের কোথায় কী আছে। তাই সে কাটতে ভয় পাবে না। কিন্তু ছোট করে কেটে তথা ছিদ্র করে অপারেশন করার নানাবিধ সুফল জানার পর বর্তমানে যে তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো- Big surgeon small incision। অর্থাৎ যে যতো বড় সার্জন হবে সে ততো ছোট করে কাটবে। কারণ, বড় করে কাটা থেকে ছিদ্র আকারের কাটার সুবিধা বা কল্যাণ অনেক অনেক বেশি।

২. পেটের বড় অপরেশনের পরে পূর্বে সকল রোগীকে মোটামুটি শক্ত করে পেটে বেল্ট (Binder) বেঁধে রাখতে বলা হত। কিন্তু বর্তমানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে অপারেশনের পর পেটে বেল্ট (Binder) বাঁধলে ক্ষত জোড়া লাগা বিলম্বিত হয়। তাই বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন না হলে পেটের অপারেশনের পর বেল্ট বাঁধতে বলা হয় না।

৩. অনেক ওষুধ কল্যাণকর দেখে বাজারে ছাড়া হয়েছে কিন্তু পরে তার ক্ষতির দিকটি বেশি প্রতিভাত হওয়ায় সেটি আবার বাজার থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বনের পরও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়ে এ ধরণের ভুল হওয়ার কারণ হলো মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যগুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই,জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বক্তব্য বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে মানুষের ভুল হতে পারে। সে মানুষ যতো যোগ্যতাসম্পন্নই হোক না কেন। তাই কুরআন ও সুন্নাহর বিষয়ে কোন মানুষকে নির্ভুল মনে করা Common sense বিরুদ্ধ।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

অর্থ: আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(নিসা/৪ :২৮)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। কথাটি মহান আল্লাহ অনির্দিষ্টভাবে (Non-specific) বলেছেন। অর্থাৎ এ দুর্বলতা শারীরিক ও জ্ঞান উভয় দিক দিয়ে। তাই বলা যায়, এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে,নবী-রাসূল বাদে কোন মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়।

তথ্য-২

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অর্থ: যখন তাদের বলা হয়,আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রাসূলের (সুন্নাহ) দিকে আসো,তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট; তাদের পূর্বপুরুষগণ কোন বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(মায়েদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানি রাসূল (সা.)-এর যুগের কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হলেও এর শিক্ষা সার্বজনিন। অর্থাৎ এর শিক্ষা সকল যুগের সকল ধর্মবিশ্বাসের (অমুসলিম ও মুসলিম) মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতখানি থেকে জানা যায় তৎকালিন কাফির-মুশরিকদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বলা হলে তারা বলতো- 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। আয়াতখানির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপেক্ষিতে আল্লাহর দেয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সে বক্তব্য হলো- 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং ফলস্বরুপ ঐ ব্যাপারে সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও তারা কি তাদের অনুসরণ করবে?

বাস্তবে দেখা যায়, বর্তমান যুগের মুসলিমদের (বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের) কুরআন ও সুন্নাহর যুগের জ্ঞানের আলোকে করা সরাসরি বক্তব্যের দিকে ফিরে আসতে বললে প্রায় একই ধরণের কথা বলেন। সে কথা হলো- পূর্বের মণীষীগণ (আকাবের) কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা করে যে সিদ্ধান্ত তাদের রচিত ফিকাহশাস্ত্রে লিখে রেখে গেছেন তার বাইরের কোন অর্থ ও ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করবো না। আর এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, তারা অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তাহলে দেখা যায় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বললে তৎকালিন কাফির-মুশরিকরা যে কথা বলতো বর্তমান যুগের মুসলিমরা প্রায় সে ধরণের কথাই বলেন। তাই এ আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যেও প্রযোজ্য হবে।

আয়াতখানি থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা: কুরআন ও সুন্নাহ (বর্তমান হাদীসশাস্ত্রে হাদীস নয়)-এর বক্তব্য হলো নির্ভুল। তাই নির্ভুল উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন না করার কারণে তাদের পূর্বপুরুষগণ জীবন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে নাই। এজন্যে তাদের সব কথা নির্ভুল মনে করে মেনে নেয়া সঠিক হবে না। বরং ঐ সব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর কথা মেনে নেয়া সঠিক হবে।

আর আয়াতখানি থেকে বর্তমানের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা: কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানব সভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু কিছু বক্তব্য মানুষের বুঝে নাও আসতে পারে। এ জন্য সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে

পূর্বের মণীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই, কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে মানা সঠিক হবে না। বরং ঐ সকল বিষয়ে যোগ্য মানুষদের যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সঠিক হবে।

♦♦ আয়াতখানি থেকে তাই জানা যায়, সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্বপুরুষগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। সে পূর্বপুরুষগণ তৎকালিন যুগের যতো বড় জ্ঞানীই হোন না কেন। অর্থাৎ আয়াতখানি থেকে জানা যায়, কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয় সে মানুষটি যতো বড় জ্ঞানীই হোন না কেন।

তথ্য-৩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

অর্থ: যখন তাদের বলা হয়,আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো; তখন তারা বলে,আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে রীতি-নীতির উপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো। তাদের পূর্ব-পুরুষেরা Common sense ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুণ সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?

(বাকারা/২ : ১৭০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানিও তৎকালিন কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কিন্তু ২নং তথ্যের আয়াতখানির ন্যায় এর শিক্ষাও সার্বজনিন।

আয়াতখানি থেকে জানা যায় কাফির-মুশরিকদের কুরআনকে অনুসরণ করতে বলা হলে তারা যা বলতো সেটি ২নং তথ্যের বক্তব্যের অনুরূপ। সে বক্তব্য হলো- 'আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে রীতি-নীতির উপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো'।

আয়াতখানির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপেক্ষিতে আল্লাহর দেয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি ও ২নং তথ্যের বক্তব্যের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে, ২নং তথ্যের 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোন বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে' কথাটির স্থানে ৩ নং তথ্যে 'তাদের পূর্ব-পুরুষেরা Common sense ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুণ'' কথাটি বলা হয়েছে। তাই ২নং তথ্যের আয়াতখানির ন্যায় এ আয়াতের শিক্ষাও সকল যুগের কাফির-মুশরিকসহ বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যেও প্রযোজ্য হবে।

আয়াতখানি থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা: মানুষের জ্ঞান যতো বাড়ে তার Common sense ততো উৎকর্ষিত হয়। আর Common sense যতো উৎকর্ষিত হয় এর রায়ও ততো সঠিক হবে। আবার ভুল শিক্ষা ও পরিবেশে Common sense অবদমিত হয়। অন্যদিকে কুরআনের বক্তব্য হলো নির্ভুল এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। আর কয়েকটি অতীন্দ্রীয় (মুতাশাবিহ) বিষয় বাদে কুরআনের সকল বক্তব্য Common sense সম্মত। তাই এ আয়াত থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা হলো- সভ্যতার জ্ঞান কম থাকায় পূর্বপুরুষদের

Common sense বর্তমান যুগের মানুষের Common sense এর ন্যায় উৎকর্ষিত ছিল না। তাই, জীবন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের ধারণা সঠিক ছিল না। বর্তমান সভ্যতার জ্ঞানের আলোকে উৎকর্ষিত হওয়া Common sense দিয়ে পর্যালোচনা করলে তারা সহজেই দেখতে পাবে যে, কয়েকটি অতীন্দ্রীয় বিষয় বাদে কুরআনের সকল বক্তব্য Common sense সম্মত। তাই তাদের উচিৎ হবে পূর্বপুরুষদের হুবহু অনুসরণ না করে কুরআনকে হুবহু অনুসরণ করা।

আয়াতখানি থেকে বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা: সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য Common sense উৎকর্ষিত না হওয়ায় পূর্বপুরুষগণের (আকাবের) কুরআনের কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে ভুল হতে পারে। আর তাই কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

♦♦ এ আয়াতখানি থেকেও তাই জানা যায়, সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্বপুরুষগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। সে পূর্বপুরুষগণ তৎকালিন যুগের যতো বড় জ্ঞানীই হোন না কেন। অর্থাৎ আয়াতখানি থেকে জানা যায় কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয় সে মানুষটি যতো বড় জ্ঞানীই হোন না কেন।

আল-হাদীস

অনেক হাদীসে দেখা যায়, রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। উত্তরে তারা বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূলই বিষয়টি ভালো জানেন। তারপর রাসূল (সা.) বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের বর্ণনা ভঙ্গির মাধ্যমে সহজে বুঝা যায়, সাহাবায়েকিরাম স্বীকার করেছেন এবং রাসূল (সা.) ও সম্মতি দিয়েছেন যে, সাহাবাগণসহ সাধারণ মানুষ অজ্ঞতা বা ভুলের ঊর্ধ্বে নয়।

♣♣ কুরআন, হাদীস ও Common sense এর আলোকে তাই নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় নবী-রাসূলগণ (সা.) বাদে অন্য কোন মানুষ নির্ভুল তথা ভুলের ঊর্ধ্বে নয়।

অন্ধ অনুসরণের গুনাহ

অন্ধ অনুসরণ বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। আর আমরা এটিও জেনেছি যে,দু'টি তত্ত্বের দোহাই দিয়ে অন্ধ অনুসরণ চালু করা হয়েছে। তত্ত্ব দু'টি হলো-অজ্ঞতা তত্ত্ব ও পণ্ডিত তত্ত্ব। আমরা এখন পর্যালোচনা করবো অন্ধ অনুসরণ করলে গুনাহ হবে কিনা এবং হলে কি ধরনের গুনাহ হবে। আমরা বিষয়টি দু'টি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করবো-

১.নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে (অজ্ঞতা তত্ত্ব)অন্যের অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহ

২.নির্ভুল মনে করে (পণ্ডিত তত্ত্ব) কাউকে অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহ

নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহ

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি,নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করার আচরণটি বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। এখন চলুন এ বিষয়টির গুনাহর দিকটি পর্যালোচনা করা যাক-

যুক্তি

'আমার ইসলামের জ্ঞান নেই' এ কথা যাতে মানুষ না বলতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ Common sense নামের ইসলামী জ্ঞানের একটি উৎস মুসলিম অমুসলিম সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। আর পূর্বেই আমরা জেনেছি যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই 'আমি ইসলাম জানি না' বললে আল্লাহ প্রদত্ত এক বড় নেয়ামত Common sense কে অস্বীকার করা হবে। আর তাই নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করলে আল্লাহ প্রদত্ত এক বড় নেয়ামতকে অস্বীকার করার গুনাহ তথা কুফরীর গুনাহ হওয়ার কথা।

আল-কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা যারা Common sense কে কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে Common sense- কে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম পশু বলে তিরষ্কার করেছেন। নিকৃষ্টতম পশু বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য ব্যক্তির পুরো জীবন ব্যর্থ, এটি বুঝা মোটেই কঠিন নয়। অত্যন্ত বড় গুনাহই শুধু একজন মানুষকে এ পর্যায়ে নিতে পারে। এ আয়াত থেকে তাই সহজেই বুঝা যায়, নিজ Common sense-কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করলে অত্যন্ত বড় ধরনের একটি গুনাহ হবে।

তথ্য-২.১

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً.

অর্থ: নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর (অন্তরে থাকা Common sense) এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(বনী ইসরাইল/১৭ : ৩৬)

তথ্য-২.২

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.

অর্থ: এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(তাকাসুর/১০২ : ৮)

ব্যাখ্যা: এ দু'খানি এবং এ ধরনের আরো আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়,আল্লাহ তা'য়ালা যতো নিয়ামত মানুষকে দিয়েছেন তার সবগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে পরকালে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে তথা মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। কান, চোখ ও Common sense হলো আল্লাহর দেয়া বড় তিনটি নিয়ামত। তাই এ তিনটির ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

এ তিনটি নেয়ামত ব্যবহারের জবাবদিহির একটি দিক হলো,যে সকল কাজে ঐ জিনিসগুলোকে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে সে সকল কাজে ঐগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা। এ বিষয়টি বুঝা সহজ। কিন্তু এ তিনটি নেয়ামত ব্যবহারের আর একটি দিক আছে যা সাধারণত বলা হয় না। দিকটি হলো-

- ব্যক্তি নিজ কান দিয়ে শুনেছে এমন একটি বিষয়ে একজন বড় ব্যক্তি এসে বিপরীতটা বললে বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেয়া
- ব্যক্তি নিজ চোখ দিয়ে দেখেছে এমন একটি বিষয়ে একজন বড় ব্যক্তি এসে বিপরীতটা বললে বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেয়া
- ব্যক্তির নিজ Common sense একটি বিষয়ে যে রায় দিয়েছে একজন বড় ব্যক্তি এসে তার বিপরীতটা বললে বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেয়া।

তাই এ দু''খানি আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়- কান, চোখ ও Common sense-এর, এ ধরনের ব্যবহারের জন্যেও মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ধরনের ব্যবহার ঐ তিনটি নেয়ামতকে অস্বীকার করার সমান। তাই এতে কুফরীর গুনাহ হবে।

তথ্য-৩

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

অর্থ: অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের রবের কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

(সূরা আর রাহমানের অনেক স্থানে)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ তা'য়ালা প্রশ্ন করার মাধ্যমে তার দেয়া একটি নিয়ামতকেও অস্বীকার করতে বারবার নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর দেয়া একটি নিয়ামতকেও বড় ওজর ছাড়া অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করলে কুফরীর গুনাহ হবে।

মানুষকে আল্লাহর দেয়া অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে জ্ঞান সম্পর্কিত তিনটি নিয়ামত হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense । আর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণই হচ্ছে

জন্মগতভাবে পাওয়া তার Common sense। তাই কুরআন ও সুন্নাহকে বড় ওজর ব্যতীত অগ্রাহ্য করলে যেমন কুফরীর গুনাহ হয় তেমনি Common sense-কেও বড় ওজর ব্যতীত অগ্রাহ্য করলে কুফরীর গুনাহ হবে।

অন্ধ অনুসরণের অর্থ হচ্ছে নিজ Common sense-কে অগ্রাহ্য করে অন্যের কথা, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনীকে মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা। তাই Common sense উপস্থিত আছে এমন সকল মানুষের,নবী-রাসূল বাদে অন্যের অন্ধ অনুসরণ কুফরীর গুনাহ।

আল-হাদীস

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا الْإِثْمُ قَالَ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অর্থঃ হযরত আবু উসামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলো, ঈমান কী? রাসূল (স.) বললেন, যখন সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং অসৎ কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু’’মিন। সে পুনঃ জিজ্ঞাসা করলো, হে রাসূল! গুনাহ কী? রাসূল (সা.) বললেন, যে কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দিবে।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ : মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২২২২০)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) সৎ কাজ করে আনন্দ পাওয়া এবং অসৎ কাজ করে কষ্ট পাওয়াকে ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সৎ কাজ করে আনন্দ এবং অসৎ কাজ করে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই রাসূল (সা.) এ হাদীসের মাধ্যমে Common sense জাগ্রত থাকাকে ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তাই,এ হাদীসের আলোকে বলা যায়, যথাযথ ওজর ব্যতীত Common sense-কে অগ্রাহ্য করলে ঈমান হারানো তথা কুফরীর গুনাহ হবে।

অন্ধ অনুসরণের অর্থ হচ্ছে অন্যের কথা, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনী নিজ Common sense বিরুদ্ধ হলেও মেনে নেয়া। তাই এ হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, Common sense আছে এমন সকল মানুষের জন্যে অন্যের অন্ধ অনুসরণ কুফরীর গুনাহ।

♣♣ কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়,যে সকল মুসলিমের Common sense আছে তাদের জন্য নিজের ইসলামের জ্ঞান নেই মনে করে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করা কুফরীর গুনাহ।

নির্ভুল মনে করে কাউকে অন্ধ অনুসরণ করার গুনাহ

Common sense

পূর্বে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে আমরা পরিষ্কারভাবে জেনেছি যে,ইসলামে নির্ভুল সত্তা হচ্ছেন শুধুমাত্র মহান আল্লাহ। অর্থাৎ নির্ভুলতা শুধুমাত্র আল্লাহর গুণ বা সিফাত। নবী-রাসূলগণ (সা.) নির্ভুল এ জন্যে যে আল্লাহ তাদের ভুল করতে দেননি বা ভুলের উপর থাকতে দেননি। তাই নবী-রাসূলগণ (সা.) বাদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করার অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর নির্ভুলতার গুণের সাথে শরীক করা। অর্থাৎ এটি শিরকের গুনাহ। তাই Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায় যে, নবী-রাসূলগণ (সা.) বাদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করে অন্ধ অনুসরণ করলে শিরকের গুনাহ হবে। সে ব্যক্তি যত জ্ঞানী বা মর্যাদাসম্পন্নই হোক না কেন।

আল-কুরআন

তথ্য-১

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلـهًا وَّاحِدًا لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অর্থ: তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীগণকে রব বলে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়মের পুত্র মাসীহকে; অথচ তারা এক উপাস্যের (ইলাহের) ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল; তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই; তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র!

(তাওবা/৯ : ৩১)

ব্যাখ্যা: আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ্ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সকলকে তাদের সমাজের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রবের সমতূল্য মনে করতে নিষেধ করেছেন। আর এটিকে শিরকী কাজ বলে আয়াতের শেষে উল্লেখ করেছেন। এখানে ধর্মের পণ্ডিতদেরকে নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবের সমতূল্য মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে বলে রাসূল (সা.) তার হাদীসের মাধ্যমে (পরে আসছে পৃষ্ঠা নং ৬৪) সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-২

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

অর্থ: বলো, হে আহলে কিতাব! এসো এমন এক কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই, (তা হল) আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরিক না করি এবং আল্লাহকে ছাড়া আমাদের একজন যেন অন্যজনকে রব হিসাবে গ্রহণ না করি; অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল- তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

(আলে ইমরান/৩ :৬৪)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ্ রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে আহলে কিতাব ও রাসূল (সা.)-এর উম্মতের সকলকে তাদের শরীয়াতের একই ধরনের কয়েকটি বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তার একটি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তিকে রব হিসেবে মানা বা গ্রহণ করা। কাউকে রব হিসেবে মানা বা গ্রহণ করার দু'টি অর্থ হলো-

ক. রব তথা আল্লাহর মত শক্তিধর মনে করে শাস্তি এড়ানোর জন্যে তাঁর সকল কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া।

খ. রবের ন্যায় নির্ভুল মনে করে তাঁর সকল কথা, অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা লেখনী অন্ধভাবে মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা।

আয়াতখানির মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মানুষকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আর সহজেই বুঝা যায় ঐ দু''টির যে কোন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য মানুষকে অনুসরণ করলে শিরকের গুনাহ হবে।

আল-হাদীস

হাদীস-১

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلاَمُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ .

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি নেকি (সঠিক(ও পাপ (ভুল)সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো:হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত

বুকে মারলেন এবং বললেন-তোমার নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন-যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে,তাই নেকী। আর পাপ হলো তা,যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়,খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ : মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৮০৩৫)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) প্রথমে মানুষের অন্তর তথা অন্তরে থাকা Common sense যেটিতে সাড়া দেয় সেটিকে নেকী তথা সঠিক এবং যেটিতে সাড়া দেয় না সেটিকে গুনাহ তথা ভুল বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

হাদীসখানির শেষে বলা হয়েছে-'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়'। এ কথার মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন- কোন বড় মানুষ এসে যদি এমন কথা বলে যা মানুষের Common sense-এর বিরুদ্ধ তবে তা বিনা যাচাইয়ে (অন্ধভাবে)মেনে নেয়া যাবে না। সে বড় মানুষটি চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর,মুহাদ্দিস,মুফাস্সির,মুফতি,পণ্ডিত,আকাবের যেই হোক না কেন। অর্থাৎ Common sense-ধারী সকল মানুষে জন্য অন্ধ অনুসরণ একটি গুনাহর কাজ।

হাদীস-২

আদী বিন হাতিম খ্রিষ্টান ছিলেন। ইসলামের দাওয়াত তার নিকট পৌঁছালে তিনি সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। ঐ সময় তার ভগ্নি ও দলের লোকেরা বন্দি হয়। রাসূল (সা.) দয়া করে তার ভগ্নিকে মুক্তি দেন এবং তাকে কিছু অর্থও দেন। সে তখন সরাসরি ভাইয়ের নিকট চলে যায় এবং তাকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে এবং মদীনায় যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করে। তাই তিনি মদীনায় আসেন। তিনি 'তার' গোত্রের নেতা ছিলেন। আর তার পিতা দানশীল হিসেবে তখন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনগণ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাঁর আগমনের সংবাদ দেন। সংবাদ পেয়ে রাসূল (সা.) নিজে তার নিকট চলে আসেন। ঐ সময় আদীর গলার রুপার নির্মিত ক্রুশ ঝুলানো ছিল। রাসুলুল্লাহর মুখে তখন اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ তথা সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতখানি উচ্চারিত হচ্ছিল। তখন আদী প্রশ্ন করেন আমরা তো পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীগণকে রব মানি না। সুতরাং এ আয়াতে তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নেয়ার যে দোষারোপ আমাদের উপর করা হয়েছে এর প্রকৃত তাৎপর্য কী? রাসূল (সা.) উত্তরে বলেন, এটা কি সত্য যে, যা কিছু তারা হারাম বলে সেগুলোকে তোমরা (**বিনা** দ্বিধায়)হারাম বলে মেনে নাও, আর যা কিছু তারা হালাল বলে তাকে তোমরা (বিনা দ্বিধায়)হালাল বলে গ্রহণ করো? আদী বলেন, হ্যাঁ এরূপ তো অবশ্যই আমরা করে থাকি। রাসূল (সা.) তখন বললেন, এটিই হচ্ছে তাদের ' ইবাদত করা। (অর্থাৎ তাদেরকে রব' বলে মেনে নেয়া গ্রহণ করা। (আরো কিছু কথা বলার পর) রাসূল

(সা.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তিনি তা কবুল করেন। এ দেখে রাসূল (**সা.**)-এর চেহারা মুবারক খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে যায়। তিনি বলেন, ইহুদীদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়েছে এবং খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

(আল মাতলাবুল হামিদ ফী বায়ানি মাক্বাসিদুত্ তাওহীদ, মাহাসিনুত্ তাবিল)

ব্যাখ্যা

রব (আল্লাহ/ইলাহ)হলেন সেই সত্তা যার সকল কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে ও অনুসরণ করোতে হয়। সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণিত রাসূল (সা.)-এর এ হাদীস খানি হতে তাই স্পষ্ট বুঝা যায়, মহান আল্লাহ ঐ আয়াতে পণ্ডিতগণকে 'রব' বানিয়ে নেয়া বলতে বুঝিয়েছেন তাদের সকল কথাকে নির্ভুল মনে করে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়া ও অনুসরণ করাকে। এমনকি তা নিজের Common sense বিরুদ্ধ হলেও। এমনটি করোলে পণ্ডিতগণকে মহান আল্লাহর নির্ভুলতার সিফাতের (গুণ) সাথে শরীক করা হয়। তাই, Common sense সম্পন্ন যে কোন মানুষ এরকমটি করোলে তার শিরক করার গুনাহ হবে।

ইহুদী-খ্রিষ্টানদের অবস্থার উল্লেখ করে মহান আল্লাহ ঐ কথাটি বললেও তা সকল কিতাবধারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বর্তমান কুরআনধারী মুসলিমদের মধ্যে Common sense সম্পন্ন যে কেউ যদি তাদের সমাজের আলিম, দরবেশ, পীর, বুজর্গ, মুরব্বি,চিন্তাবিদ বা নেতার সকল কথা, তথ্য, তরজমা, ব্যাখ্যা বা লেখনীকে নিজ Common sense বিরুদ্ধ হলেও বিনা যাচাইয়ে অন্ধভাবে অনুসরণ করে তবে তার শিরকের গুনাহ হবে।

♦♦ কুরআন, হাদীস ও Common sense–এর উপরোক্ত তথ্যের আলোকে অপরের অন্ধ অনুসরণ, Common sense সম্পন্ন সকল মুসলিমের জন্যে যে শিরকের গুনাহ এটি নিশ্চিতভাবে বুঝা যায়।

'অন্ধ অনুসরণ দোষের নয় বা সিদ্ধ' জাতি বিধ্বংসী এ তথ্যটি উৎপত্তির উৎসসমূহ ও তার পর্যালোচনা

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যারা অন্ধ অনুসরণ ইসলামে দোষের নয় বা সিদ্ধ মনে করেন তারা এর দলিল হিসেবে কুরআনের কিছু আয়াত পেশ করেন। আমরা এখন আয়াতগুলো দেখবো এবং সেখানে প্রকৃতভাবে কি বলা হয়েছে তা পর্যালোচনা করোবো। ঐ ধরণের কয়েকটি আয়াত হলো-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থ: রাসূল তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনরাও; প্রত্যেকেই আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে; (তারা বলে) আমরা আল্লাহর রাসূলগণের কারো মধ্যে পার্থক্য

করি না; আর তারা বলে **আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করোলাম;** হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থণা করোছি, আর আপনারই দিকে (চূড়ান্ত) গন্তব্যস্থল।

(বাকার/২ : ২৮৫)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ.

অর্থ: মু'মিনদের উক্তি এই- যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বলে আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম; আর তারাই সফল।

(নূর/২৪ :৫১)

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.

অর্থ: কিন্তু তারা যদি বলত, আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম এবং শ্রবণ করো ও তুমি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করো তাহলে তা তাদের জন্য ভালো ও সঠিক হতো।

(নিসা/৪ :৪৬)

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ.

অর্থ: কাজেই যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে তোমরা ভয় করতে থাকো। আর শোন ও অনুসরণ করো এবং নিজ ধন-মাল খরচ করো, এটা তোমাদের নিজেদের জন্যেই কল্যাণকর।

(তাগাবুন/৬৪ :১৬)

আয়াত ক''খানির অসতর্ক ব্যাখ্যা

আয়াত ক''খানির 'শোনা ও মেনে নেয়া' বা 'শুনলাম ও মেনে নিলাম' অংশটুকুকে অন্ধ অনুসরণের সমর্থনকারীরা ইসলামে অন্ধ অনুসরণ সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে কুরআনের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। তারা বলেন, আল্লাহ এখানে কুরআন ও হাদীসের কথা শুনার সাথে সাথে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে তথা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে বলেছেন। কিন্তু এটি আয়াত ক'খানির সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

আয়াত ক''খানির প্রকৃত ব্যাখ্যা

আয়াত ক'খানিতে মহান আল্লাহ কুরআনের আরবী আয়াত এবং সুন্নাহ (রাসূল সা. এর কথা ও কাজের নির্ভুল রূপ) শুনার সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে বলেছেন। তবে ঐ কথার মাধ্যমে আল্লাহ, কুরআনের আয়াতের কারো করা অর্থ ও ব্যাখ্যা বা প্রচলিত সহীহ হাদীসকে নির্ভুল বলে চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে বলেননি। কারণ-কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু তার অর্থ বা ব্যাখ্যায় ভুল থাকা সম্ভব। আর প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় বর্ণনাধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। আর প্রচলিত সহীহ হাদীসের প্রায় সবই হলো রাসূল (সা.) এর মুখ থেকে বের হওয়া কথা, ৫ থেকে ৭ ব্যক্তির মুখ ঘুরে ২৫০-৩০০ বছর পর লিপিবদ্ধ হওয়া ভাব রূপ।

তাই, উল্লিখিত আয়াত ক'খানির অর্থ ও ব্যাখ্যা হিসেবে-

- **যেটি গ্রহণযোগ্য হবে না তা হলো**- কুরআনের আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা বা হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথাকে অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে

- **যেটি গ্রহণযোগ্য হবে তা হলো-** কুরআনের আরবী আয়াত ও সুন্নাহ (রাসূল সা. এর কথা ও কাজের নির্ভুলরূপ) অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে।

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বা প্রচলিত সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা বক্তব্যের বিষয়ে করণীয়

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু তার অর্থ বা ব্যাখ্যায় ভুল থাকা সম্ভব। আর প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় বর্ণনাধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই, কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা এবং প্রচলিত সহীহ হাদীস বা এ সবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথাকে বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়ার অনুমতি Common sense সম্পন্ন কোন মানুষকে ইসলাম দেয় নাই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন,সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে,যেকোন বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের একটি নীতিমালা মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে জানিয়েছেন এবং রাসূল (সা.)তার ফেয়েলী হাদীসের (আয়েশা রা.এর চরিত্রের উপর রটনো অপবাদের বিষয়ে রাসূল (সা.)এর সিদ্ধান্ত নেয়ার পদ্ধতি) মাধ্যমে সেটির বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়ে দিয়েছেন। ঐ নীতিমালাটির সারসংক্ষেপ হলো নিম্নরূপ-

যেকোন বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক** সিদ্ধান্ত নেয়া

↓

কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

বিষয়টিতে মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** উপস্থিত থাকলে তা দ্বারা **চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে** যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে

মূল এই নীতিমালাটি ব্যবহার করে অন্য যেকোন বিষয়ের নির্ভূলতা যাচাই করতে হবে। কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বা কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা বক্তব্যের নির্ভুলতাও এ নীতিমালার আলোকে যাচাই করতে হবে। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে,'নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন,হাদীস ও ব্যবহারের নীতিমালা' নামক পুস্তিকাটিতে।

কুরআনের অর্থ,ব্যাখ্যা বা উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাইয়ের পদ্ধতি

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাই করতে হবে নির্ভূল জ্ঞান অর্জনের ইসলাম প্রদত্ত মূল নীতিমালার আলোকে। যাদের Common sense সমুন্নত এবং কুরআনের-হাদীসের ভালো জ্ঞান আছে তারা মুহূর্তের মধ্যে এ বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন। যাদের Common sense সমুন্নত এবং কুরআন-হাদীসের মোটামুটি জ্ঞান আছে তাদের পক্ষে এ ব্যাপারে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তেমন বেগ পেতে হবে না। আর যাদের কুরআন-হাদীসের জ্ঞান নেই কিন্তু Common sense সমুন্নত আছে তারা সহজে এ বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন। নীতিমালাটি হবে নিম্নরূপ-

কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা বা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথা

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক** সিদ্ধান্ত নেয়া

↓

এককভাবে বা অন্যের সাহায্য নিয়ে,কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার সঠিক নীতিমালার ভিত্তিতে (পরে আসছে)করা অর্থ ও তাফসীরের আলোকে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

- নিজের করা অর্থ ও ব্যাখ্যা যদি প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সঠিক বলাকে সমর্থন করে তবে যাচাই করতে চাওয়া অর্থ ও ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- নিজের করা অর্থ ও ব্যাখ্যা যদি প্রাথমিক সিদ্ধান্তের ভুল বলাকে সমর্থন করে তবে যাচাই করতে চাওয়া অর্থ ও ব্যাখ্যাকে ভুল বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা
- নিজের করা অর্থ ও ব্যাখ্যা যদি প্রাথমিক সিদ্ধান্তের ভুল বলাকে সমর্থন না করে যাচাই করতে চাওয়া অর্থ ও ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে তবে ঐটিকেই সঠিক বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহন করা

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বা কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথা যাচাইয়ের জন্য হাদীসকে আনার দরকার পড়ে না। কারণ, কুরআনের বক্তব্যের পক্ষের হাদীস অবশ্যই থাকবে। আর কুরআনের বক্তব্য বিরোধী কথাকে রাসূল (সা.)-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার মূল ও সহায়ক নীতিমালা

নীতিমালাগুলোর সবক'টি কুরআন ও হাদীসে আছে। দুঃখের বিষয় নীতিমালার অনেক কিছুই বর্তমান মুসলিম বিশ্ব হারিয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র প্রথম নীতিমালাটি যদি মুসলিম বিশ্ব খেয়াল রাখতো তবে কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব হতো। নীতিমালাগুলো নিম্নরূপ-

মূল নীতিমালাসমূহ

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য নেই
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
৪. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা
৫. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান।

এ বিষয়ে বিভিন্ন অবস্থান হলো-

- আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়
- আরবী ভাষা ও গ্রামারের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি প্রথম চারটি মূলনীতি খেয়াল না রাখেন
- আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যদি তার প্রথম চারটি মূলনীতি ভালোভাবে জানা থাকে
- আরবী ভাষা ও গ্রামারের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তার প্রথম চারটি মূলনীতি ভালোভাবে জানা থাকে
- কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে,অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার প্রথম চারটি মূলনীতি ভালোভাবে জানা আছে এবং আরবী ভাষা ও গ্রামারেরও ভালো জ্ঞান আছে।

৬. শানে নুযুলের জ্ঞান (অপরিহার্য নয়)

সহায়ক নীতিমালাসমূহ

১.কুরআনে কোন ভুল নেই
২.কুরআনের বিপরীত কথা যেখানেই থাকুক তা মিথ্যা
৩.কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে
৪.আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক

৫.আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী সত্তা

৬.যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) বিষয় নয়

৭.বাস্তব উদাহরণের বাইরের কোন বিষয় কুরআনে নেই

৮.বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের বাইরের কোন বিষয় কুরআনে নেই

৯.কুরআন বুঝা সহজ

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, **‘কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা’** নামক পুস্তিকাটিতে।

সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথার নির্ভুলতা যাচাইয়ের পদ্ধতি

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি হাদীসকে ‘সহীহ’ বলা হয় বর্ণনা সূত্রের (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথাকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে যাচাই করে নিতে হবে। যাচাইয়ে যদি কথাটি সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয় তবে বলতে হবে, সনদ অনুযায়ী হাদীসখানি সহীহ কিন্তু এর বক্তব্য বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়।

আর সে যাচাইয়ের নীতিমালা হলো নিম্নরূপ-

প্রচলিত সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথা

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান}
বা বিজ্ঞান (Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে
সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক** সিদ্ধান্ত নেয়া

↓

কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে
প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে প্রচলিত অন্য সহীহ হাদীস দ্বারা যাচাই করে
প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

প্রচলিত অন্য সহীহ হাদীসে বক্তব্য না থাকলে হাদীসখানি মুতাওয়াতীর পর্যায়ের হলে
বক্তব্যটি গ্রহণ করা আন্যথায় প্রাথমিক রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, ‘সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কী?’ নামক পুস্তিকাটিতে।

শেষ কথা

পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর কারো মনে এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, পাগল ব্যক্তি ছাড়া সকলের জন্যে 'অন্ধ অনুসরণ' শিরক বা কুফরীর গুনাহ। অন্ধ অনুসরণে যারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হন তারা এর পক্ষে নানাভাবে প্রচারণা চালাবেন এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য সকলের, মহাক্ষতিকর এ বিষয়টিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা ঈমানী দায়িত্ব। ইচ্ছা থাকলেও তথ্যের অভাবে অনেকে কিছু বলতে পারেন না। আশা করি পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ তাদের তথ্য-প্রমাণের দুর্বলতাকে অনেকাংশে কাটিয়ে দিতে সক্ষম হবে। ফলে তারা নিজেরা অন্ধঅনুসরণ থেকে আরো পরিপূর্ণভাবে দূরে থাকতে পারবেন এবং অন্যকে অন্ধ অনুসরণ থেকে দূরে রাখার জন্যে আরো বলিষ্ঠভাবে ভূমিকা রাখতে পারবেন। আশা করা যায় আর এর চূড়ান্ত ফলস্বরূপ বর্তমানে চরম অধঃপতিত মুসলিম উম্মাহ দুনিয়া ও আখিরাতে আবার কামিয়াব হতে পারবে।

ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। আর তা সঠিক হলে নিজেকে সুধরিয়ে নেয়াও মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। তাই পুস্তিকার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার অনুরোধ রেখে ও আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল (আ.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. আমল কবুলের শর্তসমূহ
৬. Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি
১২. নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও common sense ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত'— কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির-প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ- শিরক করা, না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী বক্তব্য, লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মূলা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. আল কুরআনে রহীত (মানসুখ) আয়াত আছে- প্রচলিত এ কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল-কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল-কুরআন- যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ
২. শতবার্তা
   (পকেট কনিকা যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৩টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৩. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
   (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)

প্রাপ্তিস্থানঃ

- কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
  ১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ স্মরণী,
  মগবাজার, ঢাকা। ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১১৯৯৪৭৪৬১৭।
- ইনসাফ বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহাম্মেদ স্মরণী,

মগবাজার, ঢাকা। ফোন:৯৩৫০১৮০

- দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ,
  ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫
- আহসান পাবলিকেশন, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১২৫৬৬০
- আহসান পাবলিকেশন, কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা।
- কাঁটাবন বইঘর, কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স।
- এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে